প্রথম আলো

তারিখ ... 19 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

শিক্ষা দিবস পালিত

শিক্ষা-বাণিজ্য বন্ধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি, নিয়োগ ও কোচিংসহ সব ধরনের শিক্ষা-বাণিজ্য বন্ধের দাবির মধ্য দিয়ে গতকাল সোমবার পালিত হয়েছে মহান শিক্ষা দিবস। এ উপলক্ষে রাজধানীর শিক্ষা ভবনের সামনে শিক্ষা অধিকার চত্বরে বিভিন্ন সংগঠনের শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে সরকার এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সময় তিনি আবারও বলেন, শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. আখতারুজ্জামান, শিক্ষক নেতা আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক প্রমুখ। বক্তারা শিক্ষা দিবস জাতীয়ভাবে পালনের দাবি জানান।

বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগের এক সমাবেশে বক্তব্য দেন। বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে একটি শোভাযাত্রা বের করে। সমাবেশে বক্তারা জাতীয় শিক্ষানীতিসহ ১৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এতে বক্তব্য দেন শিক্ষক নেতা আতিয়ার রহমান, নূর মোহাম্মদ তালুকদার, শাহজাহান আলম, রঞ্জিত কুমার সাহা প্রমুখ।

ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে জাতীয়ভাবে শিক্ষক দিবস পালনের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি এস এম ওভর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হায়দার আকবর খান রনো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম এম আকাশ, কাবেরী গায়েন প্রমুখ।

ছাত্র ফেডারেশনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতি সাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমূলকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত না করে সরকার সন্ত্রাসীদের মদদ দিচ্ছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নেতা সৈকত মল্লিক।

অভিভাবক ঐক্য ফোরাম রাজধানীর শান্তিনগরে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান নিয়োগ-বাণিজ্য, কোচিং ও ভর্তি-বাণিজ্যসহ সব ধরনের শিক্ষা-বাণিজ্য বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি জিয়াউদ্দিন কবির।

এ ছাড়া জাতীয় গণতান্ত্রিক লীগ, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বিপ্লবী ছাত্র সংহতি ও ছাত্র ফোরাম পৃথক কর্মসূচি পালন করেছে।